দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

★পাঁচ বছরেও হয়নি শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো ★নীতিমালা হচ্ছে না কিন্ডারগার্টেনসহ ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষার ★অনিশ্চয়তায় কওমী সার্টিফিকেট

শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কাছে দেয়া এসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় বাড়ছে অসন্তোষ। পাঁচ বছরে হয়নি শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো, শিক্ষা কর্ম-কমিশন আলোর মুখ দেখেনি ছয় বছরেও। ঝুলে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, পূরণ হচ্ছে না লাখ লাখ কারিগরি শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন, আটকে আছে ইংলিশ মিডিয়াম, কিন্ডারগার্টেন স্কুল নীতিমালা ও নিবন্ধনসহ আরও অনেক বড় কাজ।

বিভাষ বাড়ৈ ॥ গত কয়েক বছর শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়ে সরকার প্রশংসা কুড়ালেও ঝুলে গেছে এ খাতের জনসম্পৃক্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বের হতে না পারা এবং কর্মকর্তাদের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের কারণে সারাদেশে ব্যাপক জনসম্পৃক্ত কাজগুলো আলোর মুখ দেখছে না। সাধারণ মানুষ ও

বলা হয়ে থাকে, ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ বছর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহি ওই মেয়াদে ব্যাপক জনবল নি স্বচ্ছতা আসার কারণে প্রশংসা তৎকালীন প্রাথমিক ও (২ পৃষ্ঠ

ঝুলে গেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন। এবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের ক্ষমতার মেয়াদে প্রাথমিকের দায়িত্বে এসেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। শিক্ষার দায়িত্বে আছেন নুরুল ইসলাম নাহিদই। এবার দায়িত্ব নিয়েই শিক্ষায় দুজন তাদের সামনে চ্যালেঞ্জগুলোকে তুলে ধরেছিলেন। বলেছেন, সকল স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই শিক্ষায় তাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে একই সঙ্গে আগের মেয়াদে সরকার যেসব কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারেনি এবার তা সমাপ্ত করার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন দুই মন্ত্রী। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অসাধু কর্মকর্তাদের তৎপরতা সরকারের কঠোর অবস্থানের অভাবে বছরের পর বছর ধরে ঝুলে আছে বড় কাজগুলো। কাজের যে বিশাল বোঝা ফাইলবন্দী হয়ে আছে তা কবে আলোর মুখ দেখবে তা জানে না কেউ। আদৌ ঝুলে থাকা জনসম্পৃক্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন হবে কিনা, তার উত্তরও মিলছে না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি কবে হবে ॥ জানা গেছে, শিক্ষা খাতের কাঙ্ক্ষিত বিষয় নতুন এমপিওভুক্তি বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করেও হচ্ছে না। গেল মহাজোট সরকারের মেয়াদের প্রথম দিকেই মাত্র একধাপে এক হাজার ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরই আটকে যায় প্রক্রিয়া। খোদ সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা বহুবার এ বিষয়টি জাতীয় সংসদে তুললেও ফল হয়নি। তারা সংসদে বহুবার বলেছেন, প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা না হওয়ায় নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন দিন দিন। বাজেট ঘোষণার আগে বিভিন্ন এলাকায় দাবি ওঠার প্রেক্ষাপটে সাংসদরা সংসদ অধিবেশনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ চান; কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের কোন পর্যায় থেকেই ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। প্রতিদিনই সংসদ সদস্যরা অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে একই দাবি তুলছেন। বলছেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় জনমনে অসন্তোষের কথাও। তবে তাদের অপেক্ষাতেই থাকতে হচ্ছে।

পাঁচ বছরেও হয়নি শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো ॥ মহাজোট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা। ২০১১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত কমিটিও গঠন করে। কমিটির প্রথম বৈঠকের পর পার হয়ে গেছে পাঁচ বছর। অর্জন দু'একটি বৈঠকই। এরই মধ্যে নতুন বেতন স্কেল হয়েছে। স্কেলে বেতন ও মর্যাদা অবনমনের ঘটনা নিয়ে সৃষ্ট অসন্তোষ এখনও কমেনি। সঙ্কট নিরসনে শিক্ষকরা আলাদা বেতন কাঠামোর দাবি তুলেছেন। দাবি তুলেছেন আরও কিছু বিষয়ে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা যথেষ্ট নয় বলে বলছেন শিক্ষকরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পে স্কেলে বেতন বিশাল বাড়িয়েও কেবল বণ্টন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রাখতে না পারায় সফলতা ঘরে তুলতে পারেনি সরকার।

শিক্ষকতায় মেধাবীদের আগ্রহী করে তুলতে এবং প্রচলিত বেতন কাঠামোর বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করতে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের দাবিতে শিক্ষকরা দুই যুগ ধরে আন্দোলন করছেন। শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো ও পৃথক কর্ম-কমিশন গঠনের কথা সরকারের মন্ত্রীরাও বলেছেন বহুবার; কিন্তু এখন হতাশ শিক্ষক সমাজ।

শিক্ষা কর্ম-কমিশনের খবর নেই, বিকল্প নিয়েও সঙ্কট ॥ জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের দাবি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঝুলেই গেছে শিক্ষক নিয়োগে বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষা কর্ম-কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া। জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের এই দাবি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পরও বছরের পর বছর ধরে এ সংক্রান্ত সকল কাজ রীতিমতো বন্ধ হয়ে আছে। এমনকি কমিশন গঠনের বিষয়ে সচিব কমিটির অনুমোদনের পরও চলে গেছে তিন বছর। কমিশন গঠনের কাজ আগানোর পরিবর্তে এখন বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে- তা নিয়েও বেধেছে জটিলতা। জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে নিয়োগের কথা বলা হলেও দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন আবেদনকারীরা। কোথায়, কিভাবে, কবে আসলে নিয়োগ হবে, তার উত্তর নেই কারও কাছে। আবার নিবন্ধনকারী ওই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় শত শত সনদ জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসায় নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়েই সন্দিহান সারাদেশের লাখ লাখ আবেদনকারী।

এদিকে শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুসারে কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার পর ঝুলে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যসহ শিক্ষাবিদরা। ক্ষুব্ধ শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও। কমিশন গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষাবিদদের সুপারিশ মেনেই দ্রুত কাজ শেষ করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল সরকার। সে অনুসারে ২০১২ সালের ১৬ অক্টোবর শিক্ষক নিয়োগে পৃথক কর্ম-কমিশন গঠনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করে সরকারের সচিব কমিটি। কমিটি একই সঙ্গে সেদিন শিক্ষা কর্ম-কমিশন গঠনের সারসংক্ষেপ যাচাই-বাছাই করে মতামত দেয়ার জন্য আইন মন্ত্রণালয়েও পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে পর্যন্তই। কিছু আমলার ফাইল চালাচালির মধ্যেই এখন আটকে আছে বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষা কর্ম-কমিশন গঠন প্রক্রিয়া।

অথচ সব খাতের নিয়োগ সরকারী কর্ম-কমিশন (পিএসসি) দেখাশোনা করায় সঙ্কট বাধে নিয়োগে। পরীক্ষা শেষ করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে তিন মাসের স্থলে লেগে যাচ্ছে এক থেকে দেড় বছর। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সচিবদের সভায় শিক্ষা খাতে পৃথক কর্ম-কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত কমিশনের কাজের অগ্রগতি দৃশ্যমান না হওয়ায় হতাশ শিক্ষক, শিক্ষাবিদরা বলছেন, শিক্ষা কমিশন গঠনের খবর শুনে সকলের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্রম থমকে যাওয়ায় শিক্ষক সমাজ হতাশ।

ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল নীতিমালা ও নিবন্ধন ফাইলবন্দী ॥ উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পর তিন বছর চলে গেলেও ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল পরিচালনায় নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেনি শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিএনপি-জামায়াতপন্থী আমলাদের উদ্দেশ্যমূলক গাফিলতি এবং ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের তদবিরের জোরেই এ কার্যক্রম ঝুলে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ নীতিমালা প্রণয়নের নামে সভা, কর্মশালা এ ধরনের কাজে নিয়মিত মোটা অংকের অর্থও ব্যয় হচ্ছে। নীতিমালা না থাকায় শিক্ষার্থীদের উগ্র-মতবাদে উদ্বুদ্ধ করা, ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায়, অনুমোদনহীন পাঠ্যসূচী পাঠদান, জাতীয় দিবস পালন না করা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞা করাসহ নানান ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলো। কার্যত এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই।

'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির বলছিলেন, শিক্ষানীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিন্ডারগার্টেন থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এমনকি শিক্ষা আইনও করা হলো না এখন পর্যন্ত। যেভাবেই হোক এটা বারবার আটকে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

জানা গেছে, নিবন্ধনহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত শিক্ষা বোর্ডের কাছেও নেই। মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরের কর্তৃপক্ষও এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। অন্যদিকে শিক্ষা বিস্তারের নামে এসব প্রতিষ্ঠান বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনায় ২০০৭ সালের একটি নীতিমালা এমনিতেই আছে। এরপরও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার খসড়া তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছিল। সেটি এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। জানা গেছে, ২০১১ সালে শিক্ষা বোর্ডগুলো অবৈধভাবে পরিচালিত হওয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এসব স্কুলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব আরোপ। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালে দেশে পরিচালিত ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা দেয় উচ্চ আদালত। সে অনুযায়ী দ্রুতই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাননি। শিক্ষামন্ত্রী এই নীতিমালা চূড়ান্ত করতে কয়েক দফা তাগাদা দিলেও ফাইল নড়েনি। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখার দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ও কলেজ শাখার এক কর্মকর্তা ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের মালিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে এ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া ফাইলবন্দী করে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

কিন্ডারগার্টেন স্কুল নীতিমালা ও নিবন্ধনেও সঙ্কট ॥ কিন্ডারগার্টেন স্কুল নীতিমালা কার্যকর ও নিবন্ধনের কাজ ঝুলে আছে পাঁচ বছর ধরে। ২০১১ সালে একটি নীতিমালা করে নিবন্ধনের নির্দেশ দেয়া হলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাফিলতির কারণে এখনও পর্যন্ত তাতে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। একটি নীতিমালা ঘোষণা করেই বসে আছে মন্ত্রণালয়। তা কার্যকর করার পরিবর্তে বরং নিবন্ধনহীন প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি বাস্তবায়ন করতে দিয়ে নীতিমালায় সংশোধনী আনা নিয়েই কর্মকর্তারা ব্যস্ত। ফলে অনুমোদন ছাড়াই ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা নার্সারি, প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলছে। এদিকে নীতিমালা বাস্তবায়নের পরিবর্তে সম্প্রতি নিবন্ধন জটিলতা নিরসনে করণীয় নির্ধারণে টাস্কফোর্স গঠন করেছে মন্ত্রণালয়। বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে তিন ধরনের টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করে আদেশ জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, নার্সারি, প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেনগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে ২০১১ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা জারি করলেও এখন পর্যন্ত তাতে সাড়া মেলেনি। অধিকাংশ নার্সারি, প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেন সরকারের নিবন্ধনের আওতায় আসেনি। দেশে কতগুলো কিন্ডারগার্টেন রয়েছে তার সঠিক তথ্যও সরকারের কাছে নেই। এমন এক অবস্থায় মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন করল। মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে- আশা করা হয়েছিল যে, জারিকৃত বিধিমালার আলোকে নার্সারি, প্রিপারেটরি বা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধিত ও পরিচালিত হবে। কিন্তু বিধিমালা উপেক্ষা করে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। লক্ষ্য করা যায়, এসব বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধা, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, ভর্তি ফি নির্ধারণ, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। অন্যদিকে পাঠ্য বইয়ের আধিক্যে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ছে বলে সংবাদে প্রকাশিত হচ্ছে। টাস্কফোর্স কমিটিগুলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমের নার্সারি, প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেনসহ সব ধরনের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে বলা হয়েছে।

লাখ লাখ কারিগরি শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণ কবে ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা আর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অসহযোগিতায় পূরণ হচ্ছে না দেশের লাখ লাখ কারিগরি ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরেও বাস্তবায়ন করেনি দেশের কোন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ নিয়ে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাদের অধিকাংশই জানেন না মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কোন কোন কর্মকর্তারা অবশ্য বলেছেন, জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুসারে উদ্যোগ নিলেও তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তাদের অসহযোগিতার কারণেই বন্ধ হয়ে আছে কাজ।

P.T.O